দৈনিক ইনকিলাব

৪০/৬/২০০৭

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

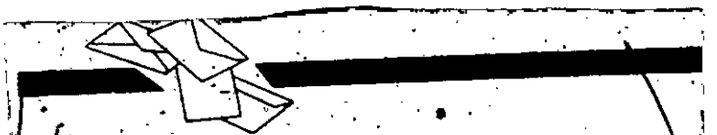

প্রাথমিক শিক্ষকদের বিএড এমএড প্রশিক্ষণে বাধা

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আমাদের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের পেশাগত
দক্ষতা অর্জনের জন্য উঁচি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। জীবন বিকাশের পথে দিনকাল অনেক
বদলে গেছে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন মূল্যবোধ। সনাতন পদ্ধতির সেই চেয়ার-টেবিল, ডাস্টার-
ব্যাগ, ব্ল্যাকবোর্ডের পরিবর্তে শিশু শিক্ষার বহু প্রয়োগিক দিক আজ ব্যবহৃত হচ্ছে। বুঝতে
হবে পেয়াজোর 'ফাইফ-স্টেপ' মতবাদ। আরো অনেক কিছু। স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে 'ড্রপ
আউট' ছেলে-মেয়েদের। প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে আজ শিক্ষা শুধু ক্ষুদ্র কক্ষেই হচ্ছে না; বরং
আজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্লাসরুম। এগুলোর জন্য আধুনিক উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে হবে। কিন্তু
দুঃখের বিষয় : প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেলায় সেটা করাই দুষ্কর। কারণ কর্তৃপক্ষের সৃষ্ট
নীতিমালার বাধা। বলা প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তির উপরই সকল শিক্ষা দাঁড়ায়।
সুতরাং আমাদের আমলাদের বুঝা উচিত এই প্রাথমিক শিক্ষকদেরকেই বেশী হারে প্রশিক্ষণ
দিয়ে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়
আধুনিকায়ন করা দরকার। প্রাথমিক শিক্ষকরা পিটিআই করে শিক্ষকতার একটা আউট-
লাইন পায় ঠিক; কিন্তু তা তাদের গভীর মনে ফাউন্ডেশন পায় না। ফলে ঐ ট্রেনিং করার
বছরপাঁচেকের মধ্যেই তাদের অবস্থা হয়ে উঠে তথৈবচ।
শিক্ষককে পড়তে হবে। জানতে হবে আরো বেশী। কৌশলগত জ্ঞান অর্জন করতে হবে
নানাভাবে, নানা উপায়ে। তবেই শিক্ষকরা সচেতন হবেন। হবেন জ্ঞানী। সক্রেটিস সেই
কবেই না বলেছেন : "যিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়াশোনায় যতক্ষণ ব্যস্ত থাকেন ততক্ষণই
তিনি জ্ঞানী তা না হলে অশিক্ষিত।" তাই বলতে হয়, ছাত্রদের জন্যই আমাদের শিক্ষক
সম্প্রদায়ের লেখাপড়া করা উচিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : "যখন আমাদের
ছেলেপেলেরা শিক্ষককে উচ্চশিক্ষায় দেখে তখন তারা আরো উৎসাহ পায় লেখাপড়ায়।"
কিন্তু আমাদের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা বিএড/ এমএড করতে সহজে যেতেই পারেন না।
কারণ হলো যেসব স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন সেই সব স্কুলের শিক্ষকগণ কখনো ডেপুটেশনে
গিয়ে বিএড/ এমএড করতে পারবেন না।
এখন কথা হল, অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন। তাহলে তারা কি কোনদিনই ট্রেনিং
করতে পারবেন না? কর্তৃপক্ষ কি প্রতিবছর সিনিয়রিটি ভিত্তিতে ৪ জনওয়ালা স্কুলের ট্রেনিং
ক্যান্ডিডেট থাকলে অন্য স্কুল থেকে ১ জন সহকারী শিক্ষক সমন্বয়ের মধ্যে বদলী করে এই
ট্রেনিং সক্রিয় রাখতে পারেন না? তা তো করেনই না; বরং কেউ যদি চেষ্টা করে তাকেও পথ
করে দেন না। তখন বাংলা ভাষার এই 'নীতিমালা' শব্দটার উপর ঘৃণা জন্মে। জনৈক
শিক্ষিকা প্রতিবছর বিএড ট্রেনিং করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে যথারীতি উপজেলা, জেলা
এমনকি ডিজি অফিস পর্যন্ত তদবির করেও যখন তার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারলেন না
তখন বুঝতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার নীতিমালাগুলো যথাযথ ও যথেষ্ট নয়। আরেকটা চরম
সত্য কথা বলি, প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং দিয়ে আরো গতিশীল করে সকল ছেলে-মেয়ের
প্রাইমারী স্কুলেই পড়ানো দরকার; অন্য ধরনের স্কুলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়
না। একথা আমাদের গরীব কৃষক-জনতা বুঝে না। বিশেষ করে ইংলিশ এবং ম্যাথে পঙ্গু
হয়ে উঠে ঐ সব স্কুলের ছেলে-মেয়েরা। তারা জীবনে আর কোনদিন দাঁড়াতে পারে না।
তাই কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন জানাই, প্রাইমারী শিক্ষকদের ৪ জনের নীতিমালা
পরিবর্তন করে অথবা সমন্বয়ের মাধ্যমে বিএড/এমএড করিয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েদের
ভাল লেখাপড়া নিশ্চিত করুন।

–মোঃ নূরুল ইসলাম,
প্রভাষক বাংলা বিভাগ, কালিয়াকৈর কলেজ, গাজীপুর।